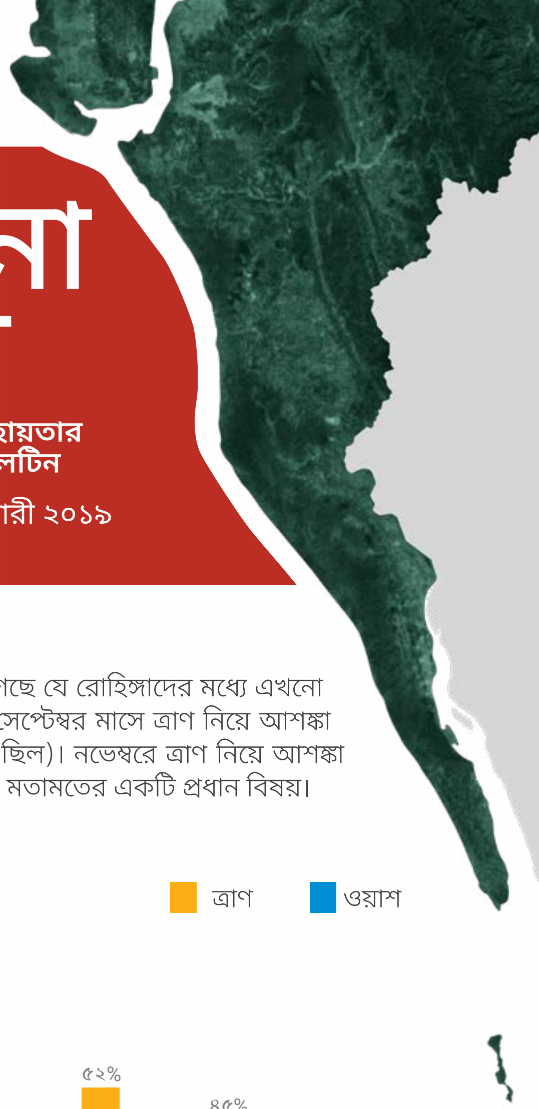

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু **১৮** × বুধবার, ৩০ জানুয়ারী ২০১৯

উদ্বেগ তালিকার শীর্ষে রেশন কার্ড এবং পানি সংক্রান্ত সমস্যা

সাম্প্রতিক জনগোষ্ঠীর মতামতের তথ্য থেকে জানা গেছে যে রোহিঙ্গাদের মধ্যে এখনো প্রধান আশঙ্কার বিষয় হল ত্রাণে সামগ্রীর সরবরাহ। সেপ্টেম্বর মাসে ত্রাণ নিয়ে আশঙ্কা চরমে উঠেছিল (মতামতের ৫২% এই বিষয়টি নিয়ে ছিল)। নভেম্বরে ত্রাণ নিয়ে আশঙ্কা খানিকটা কমলেও (৪২%) এখনো এটিই শরণার্থীদের মতামতের একটি প্রধান বিষয়।

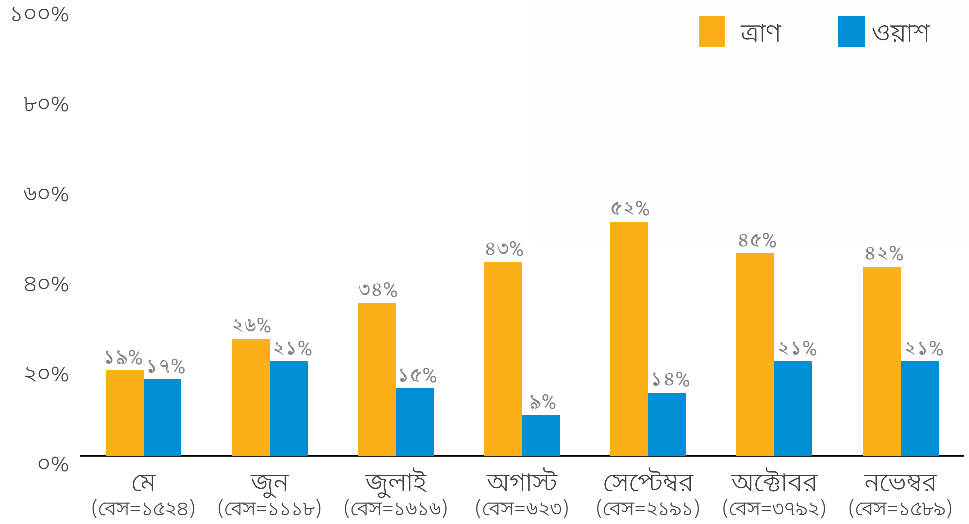

ছবি ১: বিভিন্ন মাসে ত্রাণ এবং ওয়াশ নিয়ে আশঙ্কা (N= ১২,৩৭৩)

সূত্র: ২০১৮ সালের মে মাস থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে আই.ও.এম-এর ৮ডব্লিউ, ৯, ১০, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩ ও ২৪ নম্বর ক্যাম্পের ১২,৩৭৩ জন রোহিঙ্গার থেকে সংগ্রহ করা মতামত এবং সেই সাথে ১ই, ১৮ ও ২৪ নম্বর ক্যাম্পে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশনের আয়োজিত সাপ্তাহিক ফোকাস গ্রুপে আলোচনা থেকে প্রাপ্ত গুণগত তথ্য।

২০ জন ইন্টারনিউজ জনগোষ্ঠীর সংবাদদাতা এবং একজন ফিডব্যাক ম্যানেজারের ১৭ই থেকে ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে ১ই, ১ডব্লিউ, ২ই, ২ডব্লিউ, ৩, ৪, এবং ৪-এক্সটেনশন ক্যাম্প থেকে কোবো কালেক্ট অ্যাপের মাধ্যমে সংগৃহীত মতামত। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ আশঙ্কা এবং প্রশ্নগুলো তুলে ধরার জন্য মোট ১৯৫টি কথোপকথন বিশ্লেষণ করা হয়েছে যার মধ্যে ৮২টি মতামত ওয়াশ ফ্যাসিলিটিগুলো সম্পর্কে ছিল।

আই.ও.এম

মে ২০১৮ – নভেম্বর ২০১৮

মোট মতামত	♂	♀
১২,৩৭৩	৭,০৫৩	৫,৩২০

ইন্টারনিউজ

ডিসেম্বর ১৭ – ডিসেম্বর ২২, ২০১৮

মোট মতামত	♂	♀
১৯৫	১০০	৯৫

ত্রাণ:

ত্রাণ নিয়ে আশঙ্কাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ সমস্যা ছিল রেশন কার্ড এবং খাদ্য-ব্যতীত অন্যান্য জিনিসপত্র (এন.এফ.আই) পাওয়া।

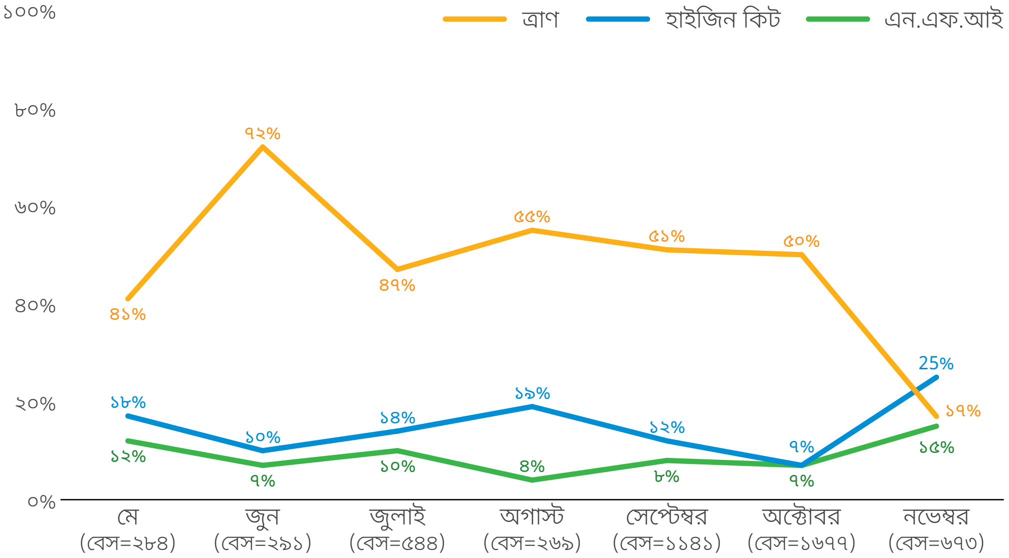

ছবি ২: ত্রাণ সংক্রান্ত প্রধান আশংকা (N=৪৮৭৯)

কার্ড নিয়ে যাদের সমস্যা হয়েছে তাদের মধ্যে ছিলেন যারা অভিযোগ করেছেন যে কার্ড পাননি এবং যারা জানেন না যে কার্ড হারিয়ে গেলে তা আবার কীভাবে পেতে হবে। বেশিরভাগ মতামত ডব্লিউ.এফ.পি এবং আই.ও.এম ত্রাণের কার্ড নিয়ে ছিল কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আর.আর.আর.সি কার্ডও উল্লেখ করা হয়েছে। নভেম্বরে, বিশ্লেষণের সময়কালের শেষের দিকে, ত্রাণের কার্ড নিয়ে মতামত লক্ষণীয় পরিমাণে কমে গেছিল যা ইংগিত দেয় যে এই ক্ষেত্রে এখন কিছু উন্নতি ঘটেছে।

> “আমাকে একটা কার্ড দেয়া হয়েছিল কিন্তু আমার নামে মাঝি কিট সংগ্রহ করেছে। সে সেটার অর্ধেক নিয়ে বাকিটা আমাকে দিয়েছে।”
> – নারী, ক্যাম্প ২৪

মানুষ প্রধানত যে সমস্ত খাদ্য-ব্যতীত অন্যান্য জিনিস (এন.এফ.আই) চাই বলে জানিয়েছেন সেগুলো হল শেল্টার কিট, রান্নার কিট এবং হাইজিন কিট। মানুষ জানিয়েছেন যে তাদের ঘর নতুন করে তৈরি করা বা মজবুত করার জন্য বাঁশ, তেরপল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র প্রয়োজন।

অক্টোবর ও নভেম্বরে মানুষ এটাও জানিয়েছিলেন যে তাদের আসন্ন শীতকালের জন্য মাদুর এবং কম্বল প্রয়োজন।

ওয়াশ:

বাংলাদেশে আসার পর থেকে রোহিঙ্গা মানুষদের ওয়াশ সংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং প্রাথমিক সুযোগসুবিধা যেমন বাথরুম, ল্যাট্রিন এবং টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সেগুলোতে যাওয়ার সমস্যা, রক্ষণাবেক্ষণ, মান নিয়ে আশঙ্কা এবং সীমিত সংখ্যক ফ্যাসিলিটি খুব বেশি মানুষের ব্যবহারের মতো একাধিক সমস্যা সম্পর্কে জানানো হচ্ছে।

মতামতে দ্বিতীয় সবচেয়ে বেশি উল্লিখিত বিষয় ছিল ওয়াশ সংক্রান্ত সমস্যা। যারা মতামত দিয়েছেন তাদের মধ্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ জুন মাসে ওয়াশ সংক্রান্ত আশঙ্কার কথা জানিয়েছিলেন এবং তারপরে আবার নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে জানিয়েছেন, সম্ভবত আন্তর্জাতিক হাত ধোয়ার সপ্তাহে (২২-১৮ অক্টোবর) যখন বিভিন্ন কার্যকলাপে এই বিষয়টি মানুষের মনে উঠে এসেছে। জুলাই, আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে যারা ওয়াশ সংক্রান্ত মতামত দিয়েছিলেন তাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

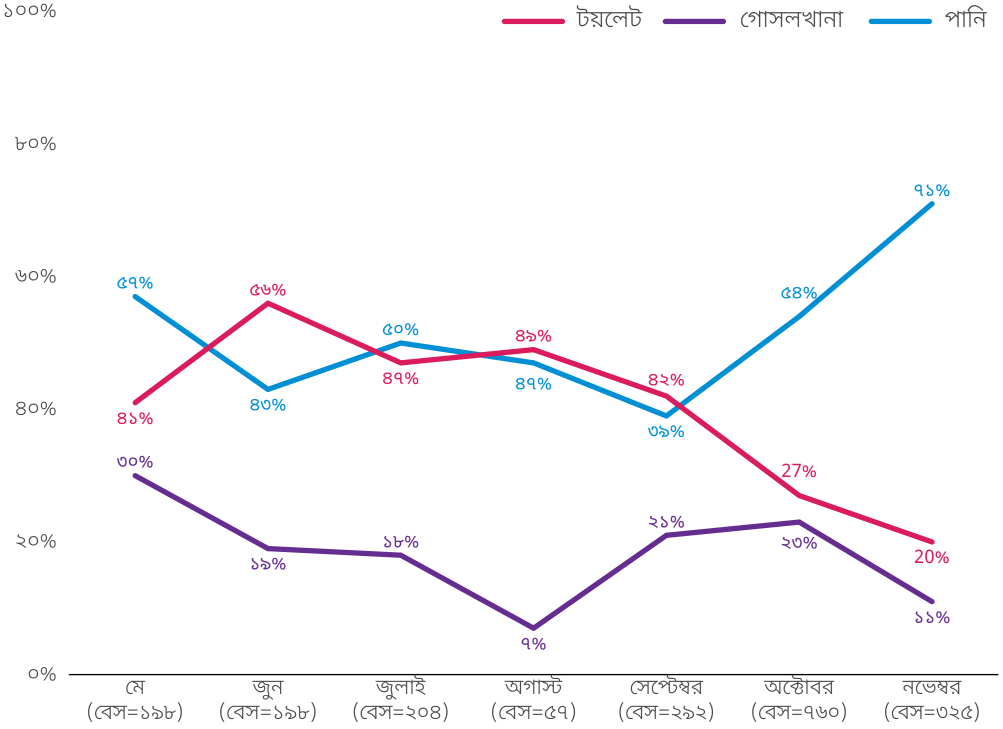

ছবি ৩: ওয়াশ সংক্রান্ত প্রধান আশংকা (N=২০৩৪)

ওয়াশ সংক্রান্ত যে আশঙ্কাটি সবচেয়ে বেশিবার তুলে ধরা হয়েছে তা হল পানি জোগাড় করতে সমস্যা – বিশেষত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে যখন পানি সংক্রান্ত আশঙ্কা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। মানুষ

সম্প্রদায়ের জানানো সবচেয়ে সাধারণ ওয়াশ-সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সারাংশ:

- ✓ টিউবওয়েল, টয়লেট, বাথরুম, নর্দমা এবং ডাস্টবিনের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়।
- ✓ বিশেষ করে নারী, শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের দূরত্ব, গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তার আশঙ্কার কারণে বাথরুম এবং টয়লেট ব্যবহার করতে খুব বেশি সমস্যা হচ্ছে।
- ✓ বেশির ভাগ টয়লেট, নর্দমা ও ডাস্টবিনের আরো ভালো রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত পরিষ্কার করা প্রয়োজন।
- ✓ শীতের সময় পানির স্তর নীচে চলে যায় তাই অগভীর টিউবওয়েল থেকে জল সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।
- ✓ নিরাপদ পানি, নর্দমা, টয়লেট, গোসলখানা, টিউবওয়েল ইত্যাদি ওয়াশ সংক্রান্ত সুযোগসুবিধা পেতে সমস্যার কারণে সম্প্রদায়ের সদস্যরা বিভিন্ন পানি ও বায়ু বাহিত রোগ এবং চর্মরোগে ভুগছেন।
- ✓ নারীদের মাসিকে সময় ব্যবহৃত জিনিসপত্র ফেলতে সমস্যা হচ্ছে এবং পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট সুযোগসুবিধা নেই।

অভিযোগ জানিয়েছেন যে যথেষ্ট সংখ্যক টিউবওয়েল নেই এবং পানি সংগ্রহের জন্য তাদের প্রচুর সময় ও শ্রম দিতে হয়। তারা আরো উল্লেখ করেছেন যে অনেক টিউবওয়েল কাজ করছে না বা ভেঙে গেছে, যা পানি সংগ্রহ করা আরো কঠিন করে তুলেছে। অনেকে এটাও জানিয়েছেন যে তাদের পানি বহন করা বা মজুদ করার জন্য পাত্রের প্রয়োজন। ডিসেম্বর মাসেও পরিস্থিতি একই রকম ছিল, রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের একজন সদস্যের মতামত অনুযায়ী-

> “রোহিঙ্গা শরণার্থী সম্প্রদায়ের পানি পেতে খুব সমস্যা হচ্ছে। আমাদের ব্লকে সেনাবাহিনী একটা টিউবওয়েল লাগিয়েছিল কিন্তু এখন সেটাও কাজ করছে না। যেহেতু টিউবওয়েলগুলো মেরামত করা হচ্ছে না, তাই পানি সংগ্রহের জন্য আমাদের অন্যান্য ব্লকে যেতে হচ্ছে যা আমাদের জন্য বেশ কষ্টকর। কোনো এনজিও যদি টিউবওয়েলটি মেরামত করতে পারে তাহলে আমাদের খুব উপকার হয়।”
>
> – পুরুষ, ৪৫, ক্যাম্প ৩

> “বিশুদ্ধ পানির অভাবে আমরা অনেক কষ্ট পাচ্ছি এবং আমাদের ব্লকে কোনো টিউবওয়েল নেই। পানি সংগ্রহ করার জন্য আমাদের সবসময় অন্য ক্যাম্পে যেতে হয়। আমাদের ব্লকে ১১০টি পরিবার আছে। যখন আমরা পানি আনতে অন্য ব্লকে যাই, তখন ওই ব্লকের বাসিন্দারা আমাদের দেখে চিৎকার করে, আবার কখনও আমাদের পানি নিতে দেয় না। আমরা অনেক ক্ষণ ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকি। আমরা আমাদের ব্লকে মাঝিকে জানিয়েছি এবং তিনি আমাদের ব্লকের জন্য একটি টিউবওয়েল পাওয়ার চেষ্টা করছেন। কিছু এনজিও বলেছে তারা আমাদের ব্লকে টিউবওয়েল বসিয়ে দেবে। তারা বলেছিল তারা করবে কিন্তু তারা কিছুই করেনি। কীভাবে আমাদের ব্লকে টিউবওয়েল পেতে পারি?”
>
> – নারী, ২৬, ক্যাম্প ১ই

রোহিঙ্গাদের থেকে পাওয়া মতামতে তারা পানি পাওয়া ও পানির ব্যবহার সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হচ্ছেন তা বিশেষভাবে উঠে এসেছে। মানুষকে খুব কম সংখ্যক টিউব ওয়েল ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয় যা তাদের খাবার পানির প্রধান উৎস। তারা পানির মান, বাসস্থান থেকে টিউব ওয়েলের দূরত্ব এবং যে ধরণের টিউবওয়েল রয়েছে তা নিয়েও বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বহু এনজিও ক্যাম্পের বিভিন্ন জায়গায় টিউব ওয়েল লাগানো সত্ত্বেও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষরা জানিয়েছেন যে তাদের পানির প্রাথমিক চাহিদা পূরণের জন্যে টিউবওয়েলগুলোর সংখ্যা যথেষ্ট নয়।

টিউবওয়েল সংক্রান্ত আরেকটি সমস্যা হল শীতকালে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে পানি তোলা কষ্টকর হয়ে ওঠে কারণ সেগুলোর অনেকগুলোই অগভীর। অগভীর টিউবওয়েল থেকে পানি তুলতে অনেক বেশিবার ও জোর দিয়ে পাম্প করতে হয় ফলে মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের পেশিতে ব্যথা হয়। এছাড়াও কিছু রোহিঙ্গা উত্তরদাতা পানির মান নিয়েও আশঙ্কা জানিয়েছেন। তাদের মতে পানিতে আয়রনের পরিমাণ খুব বেশি এবং তারা বিশ্বাস করেন যে এটা স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করে, বিশেষত শিশু ও বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে।

> “১১০টি পরিবারের জন্য মাত্র ৩টে টিউবওয়েল আছে যা একটি ইউএন সংস্থা তৈরি করেছিল। আমরা একটা টিউবওয়েলের পানি খাই কারণ অন্য দুটো টিউবওয়েলের পানি নোংরা তাই ব্যবহার করা যায় না। মানুষের সংখ্যা এত বেশি আর তাদের জন্য টিউবওয়েলের সংখ্যা এত কম হওয়ায় অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে টিউবওয়েলগুলো ঘন ঘন খারাপ হয়ে যায়। পানি দূষিত, আমাদের চর্মরোগ, ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি-বাহিত রোগভোগ হচ্ছে। আমাদের অসুখ হলে আমরা ডাক্তারের কাছে যাই আর ওষুধ খাই। তারপরে শরীর ঠিক হয়। আবার ওই একই পানি খেয়ে আবার অসুখে পড়ি, আর এটাই চলতে থাকে। ওই ধরণের পানি খেয়ে আমরা বারবার অসুস্থ হতে থাকলে আর ওষুধ খেতে থাকলে, আমরা মনে হয় না বেশি দিন বাঁচবো।”
>
> – পুরুষ, ৫৫, ক্যাম্প ২ই

বহু উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তাদের বাড়ি থেকে এমন টিউবওয়েলের দূরত্ব খুব বেশি যা কাজ করছে আর যার পানি খাওয়া যায়। রোহিঙ্গা সম্প্রদায় বলেছে যে এটা একটা গুরুতর সমস্যা এবং সেই কারণে তারা পর্যাপ্ত পানি মজুত করতে পারছেন না। মতামতে জানা গেছে যে ক্যাম্পের বহু টিউবওয়েল ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। সম্প্রদায়ের সদস্যরা অভিযোগ জানিয়েছেন কিন্তু যে উত্তরদাতারা এই আশঙ্কার কথা তুলে ধরেছেন তারা বলেছেন যে, কোনো সংস্থাই তাদের ভাঙ্গা টিউবওয়েল মেরামত করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

ল্যাট্রিন ও বাথরুম

এছাড়াও কাজ করছে এমন ল্যাট্রিন ও বাথরুমের সংখ্যাও একটি বড় সমস্যা বলে জানিয়েছেন রোহিঙ্গা শরণার্থীরা। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষের ভাগাভাগি করে বাথরুম ব্যবহারে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তারা বলেছেন যে তাদের কাছাকাছি শুধুমাত্র নারীদের জন্য একটি গোসলের জায়গা চাই। বয়স্ক মানুষজন ও নারীদের গোসলের জন্য গোপনীয় জায়গা পেতে বেশি সমস্যা হয় তাই তারা প্রায়ই রাতে গোসল করেন, কারণ তারা দিনের বেলা, খোলা জায়গায় গোসল করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না। শীতকালে ঠাণ্ডার কারণে এটা করা আরো কঠিন হয়ে ওঠে। তাদের অনেককেই ঘোমটা বা বোরকা ব্যবহার করতে হয়। গোপনীয়তা, আব্রু এবং নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কার কারণে নারীরা কম গোসল করেন।

মতামতে ল্যাট্রিনের বিষয়টিও অনেকবার উঠে এসেছে, যাতে মানুষজন জানিয়েছেন যে তারা একই ল্যাট্রিন এক বছরের বেশি সময় ধরে ব্যবহার করছেন। ল্যাট্রিনের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বহু অভিযোগ জানানো হয়েছে। রোহিঙ্গা উত্তরদাতারা অভিযোগ করেছেন যে সেপটিক ট্যাংক ভরে যাওয়ার কারণে দিনে দিনে আরো বেশি সংখ্যক টয়লেট ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। ক্যাম্পে বসবাসকারী বহু মানুষ জানিয়েছেন যে তারা ডায়রিয়া, কলেরা এবং আমাশার মতো রোগভোগে ভুগছেন। এছাড়াও তারা অভিযোগ করেছেন যে পরিষ্কার টয়লেটের দূরত্ব তাদের বাড়ি থেকে খুব বেশি। শিশু, নারী এবং বয়স্ক মানুষদের রাতে টয়লেটে যেতে সমস্যা হয় এবং তারা বলেছেন যে এটা একটা নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা হয়ে উঠছে।

> “আমাদের ল্যাট্রিন আর গোসলখানা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। একটা এনজিও ল্যাট্রিন বানিয়ে দিয়েছিল যেগুলো ভরে গেছে। কিছু ল্যাট্রিন ব্লকের প্রান্তে রয়েছে। ওই ল্যাট্রিনগুলোতে যেতে হলে আমাদের পরিবারের নারী ও বৃদ্ধাদের বোরকা পড়তে হয়। যেহেতু ল্যাট্রিনগুলো পাহাড়ের প্রান্তে রয়েছে তাই কম বয়সী মেয়েরা দিনের বেলা যেতে পারে না, তাদের রাতেই যেতে হয়। আমাদের বাড়ির পাশে ল্যাট্রিন বানিয়ে দিলে ভালো হয়। আমরা নারীরা রাতে গোসল করি কিন্তু শীতকালে রোজ সেটা করা সম্ভব না। তাই আমাদের বাড়ির কাছাকাছি ল্যাট্রিন আর গোসলখানা দরকার। খুব উপকার হবে যদি আপনি আমাদের সমস্যার কথা কোনো এনজিও'কে জানান।”
>
> – নারী, ৫০, ক্যাম্প ১ ডব্লিউ

বহু মানুষ যথাযথ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বা ডাস্টবিন না থাকার সমস্যা নিয়ে কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ জানিয়েছেন যে তাদের বাড়ির পাশে পানির নালা ভর্তি হয়ে গেছে এবং ময়লা ও জঞ্জাল ফেলায় বুজে যাওয়ার কারণে ব্যবহারযোগ্য নেই। বায়ু বাহিত রোগভোগের আশঙ্কার পাশাপাশি দুর্গন্ধও একটি বড় সমস্যা। কিছু উত্তরদাতা বলেছেন যে তারা ময়লা পানির জন্য ঢাকা নর্দমা চেয়েছিলেন যাতে দুর্গন্ধ না বেরোয় আর শিশুদের জন্যেও সেটা বেশি নিরাপদ হয়। কিছু মানুষ এই দুশ্চিন্তাতেও ভুগছেন যে শিশুরা খেলার সময় নর্দমায় পড়ে যাবে আর আঘাত পাবে, বিশেষত রাতে।

> “আমাদের ব্লকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা একটা বড় সমস্যা। আমার বাড়ির সামনে একটা নর্দমা আছে যা পুরো খোলা আর ব্লকের মানুষরা সেটাতে জঞ্জাল ফেলে সেটা বুজিয়ে দিয়েছে। নর্দমার দুর্গন্ধের কারণে আমরা মাঝে মাঝেই ডায়রিয়ায় ভুগছি। আমাদের বাড়ির পাশ থেকে নর্দমা সরিয়ে ফেললে বা দুর্গন্ধ কমানোর জন্য সেটা ঢেকে দিলে ভালো হয়।”
>
> – নারী, ৩৪, ক্যাম্প ১ই

পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত আরেকটি সমস্যা হল মাসিকের জন্য ব্যবহৃত জিনিসপত্র ফেলা। রোহিঙ্গা নারীরা ক্যাম্পে অত্যন্ত ঘন বসতিতে বসবাস করছেন এবং তাদের সকলের সাথে একই টয়লেট ও বাথরুম ব্যবহার করতে হচ্ছে, তাই তারা বলেছেন যে মাসিকের সময় ব্যবহার করা অন্তর্বাস কাচা ও শোকানো নিয়ে তারা সমস্যায় পড়ছেন। এছাড়াও তাদের স্যানিটারি ন্যাপকিন ফেলার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। তাই ক্যাম্পের কিছু নারী বলেছেন যে তারা বিভিন্ন ধরণের চর্মরোগ ও অন্যান্য রোগে ভুগছেন।

> “বার্মায় আমাদের মাসিক হলে কোনো সমস্যা হত না কারণ আমরা আমাদের অন্তর্বাস কেচে আবার ব্যবহার করতাম। কিন্তু বাংলাদেশে আমাদের সমস্যা হচ্ছে কারণ আমাদের পড়ার জন্য খাটো প্যান্ট বা অন্তর্বাস নেই। এখানে সব বাড়ি এত ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে যে আমরা আমাদের অন্তর্বাস কাচতে বা সেগুলো ময়লা হয়ে গেলে পুঁতে ফেলতে পারি না। আমরা যখন বার্মা থেকে এসেছিলাম, সেনাবাহিনী আমাদের এক বালতি করে স্যানিটারি জিনিসপত্র দিয়েছিল, যা শেষ হয়ে গেছে।”
>
> – নারী, ৩৪, ক্যাম্প ১ই

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।